বৈশেষিক পরমাণুবাদ – ২

বৈশেষিক দর্শন পর্ব-৬

দ্রব্য পদার্থ ভাগ-৪

পাঠ পর্যালোচনা

শম্পা দেবনাথ
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
শালতোড়া নেতাজী সেন্টেনারী কলেজ

ভারতীয় পরমাণুবাদের উৎস

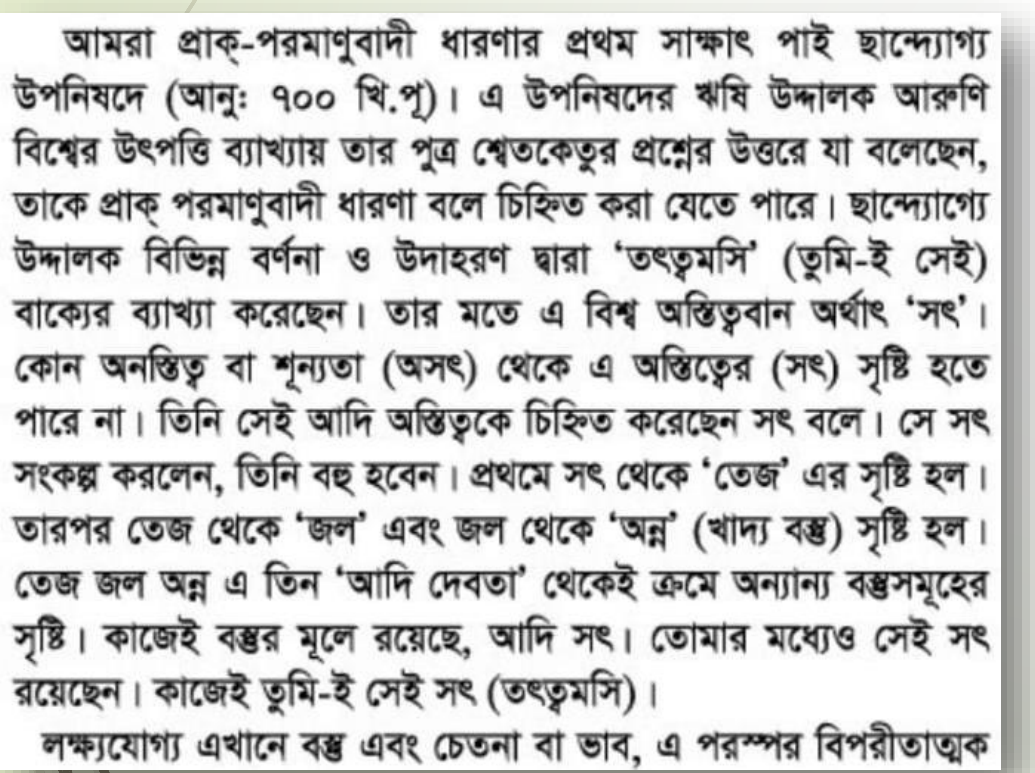

আমরা প্রাক্-পরমাণুবাদী ধারণার প্রথম সাক্ষাৎ পাই ছান্দোগ্য উপনিষদে (আনু: ৭০০ খ্রি.পূ)। এ উপনিষদের ঋষি উদ্দালক আরুণি বিশ্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় তার পুত্র শ্বেতকেতুর প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছেন, তাকে প্রাক্ পরমাণুবাদী ধারণা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ছান্দোগ্যে উদ্দালক বিভিন্ন বর্ণনা ও উদাহরণ দ্বারা ‘তৎত্বমসি’ (তুমি-ই সেই) বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে এ বিশ্ব অস্তিত্ববান অর্থাৎ ‘সৎ’। কোন অনস্তিত্ব বা শূন্যতা (অসৎ) থেকে এ অস্তিত্বের (সৎ) সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি সেই আদি অস্তিত্বকে চিহ্নিত করেছেন সৎ বলে। সে সৎ সংকল্প করলেন, তিনি বহু হবেন। প্রথমে সৎ থেকে ‘তেজ’ এর সৃষ্টি হল। তারপর তেজ থেকে ‘জল’ এবং জল থেকে ‘অন্ন’ (খাদ্য বস্তু) সৃষ্টি হল। তেজ জল অন্ন এ তিন ‘আদি দেবতা’ থেকেই ক্রমে অন্যান্য বস্তুসমূহের সৃষ্টি। কাজেই বস্তুর মূলে রয়েছে, আদি সৎ। তোমার মধ্যেও সেই সৎ রয়েছেন। কাজেই তুমি-ই সেই সৎ (তৎত্বমসি)।

লক্ষ্যযোগ্য এখানে বস্তু এবং চেতনা বা ভাব, এ পরস্পর বিপরীতাত্মক

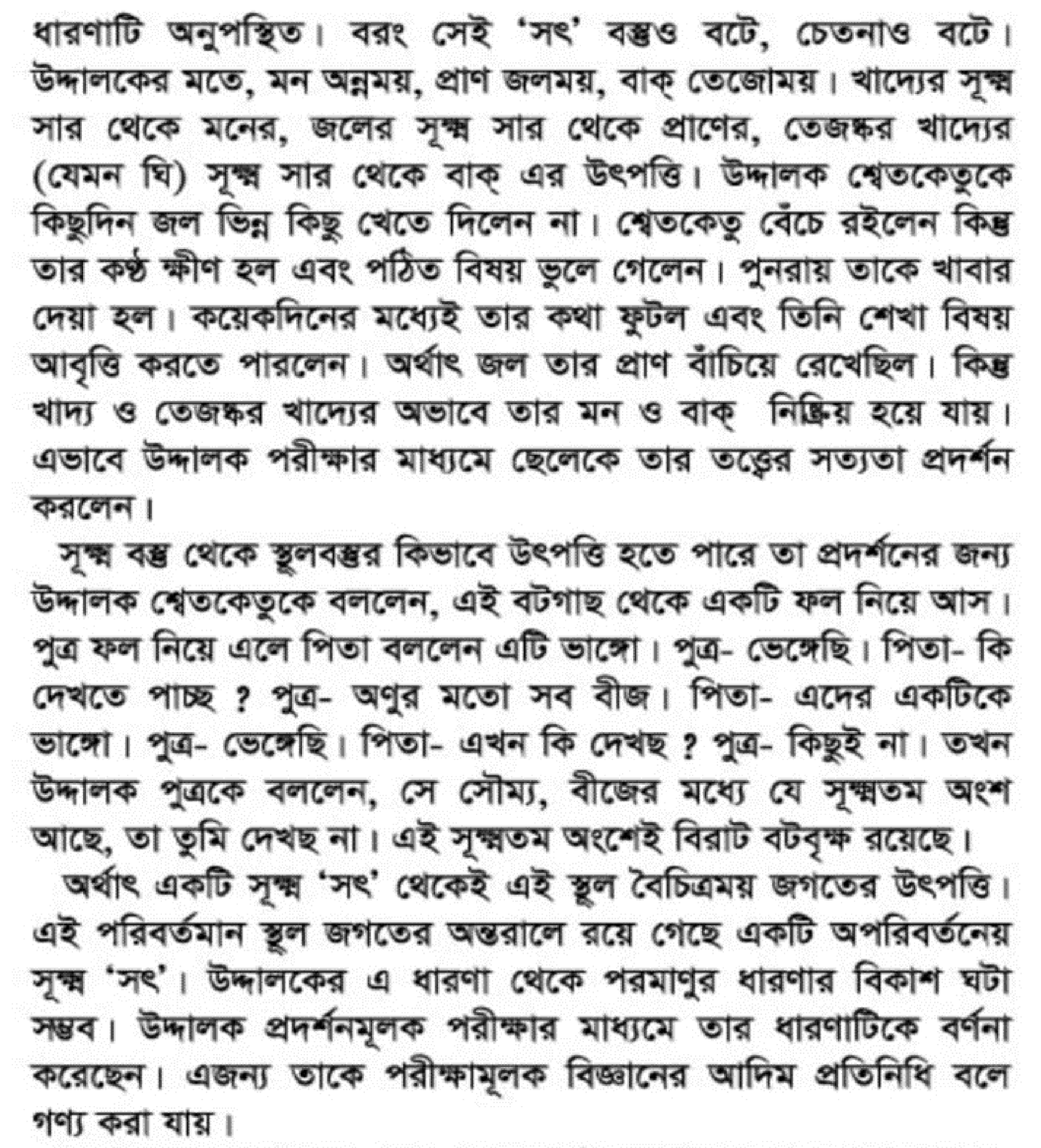

ধারণাটি অনুপস্থিত। বরং সেই ‘সৎ’ বস্তুও বটে, চেতনাও বটে। উদ্দালকের মতে, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময়। খাদ্যের সূক্ষ্ম সার থেকে মনের, জলের সূক্ষ্ম সার থেকে প্রাণের, তেজস্কর খাদ্যের (যেমন ঘি) সূক্ষ্ম সার থেকে বাক্ এর উৎপত্তি। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কিছুদিন জল ভিন্ন কিছু খেতে দিলেন না। শ্বেতকেতু বেঁচে রইলেন কিন্তু তার কণ্ঠ ক্ষীণ হল এবং পঠিত বিষয় ভুলে গেলেন। পুনরায় তাকে খাবার দেয়া হল। কয়েকদিনের মধ্যেই তার কথা ফুটল এবং তিনি শেখা বিষয় আবৃত্তি করতে পারলেন। অর্থাৎ জল তার প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু খাদ্য ও তেজস্কর খাদ্যের অভাবে তার মন ও বাক্ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এভাবে উদ্দালক পরীক্ষার মাধ্যমে ছেলেকে তার তত্ত্বের সত্যতা প্রদর্শন করলেন।

সূক্ষ্ম বস্তু থেকে স্থূলবস্তুর কিভাবে উৎপত্তি হতে পারে তা প্রদর্শনের জন্য উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বললেন, এই বটগাছ থেকে একটি ফল নিয়ে আস। পুত্র ফল নিয়ে এলে পিতা বললেন এটি ভাঙ্গো। পুত্র- ভেঙ্গেছি। পিতা- কি দেখতে পাচ্ছ ? পুত্র- অণুর মতো সব বীজ। পিতা- এদের একটিকে ভাঙ্গো। পুত্র- ভেঙ্গেছি। পিতা- এখন কি দেখছ ? পুত্র- কিছুই না। তখন উদ্দালক পুত্রকে বললেন, সে সৌম্য, বীজের মধ্যে যে সূক্ষ্মতম অংশ আছে, তা তুমি দেখছ না। এই সূক্ষ্মতম অংশেই বিরাট বটবৃক্ষ রয়েছে।

অর্থাৎ একটি সূক্ষ্ম ‘সৎ’ থেকেই এই স্থূল বৈচিত্রময় জগতের উৎপত্তি। এই পরিবর্তমান স্থূল জগতের অন্তরালে রয়ে গেছে একটি অপরিবর্তনেয় সূক্ষ্ম ‘সৎ’। উদ্দালকের এ ধারণা থেকে পরমাণুর ধারণার বিকাশ ঘটা সম্ভব। উদ্দালক প্রদর্শনমূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তার ধারণাটিকে বর্ণনা করেছেন। এজন্য তাকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের আদিম প্রতিনিধি বলে গণ্য করা যায়।

বৈদিকধারার পরমাণুবাদ ও গ্রীক পরমাণুবাদ

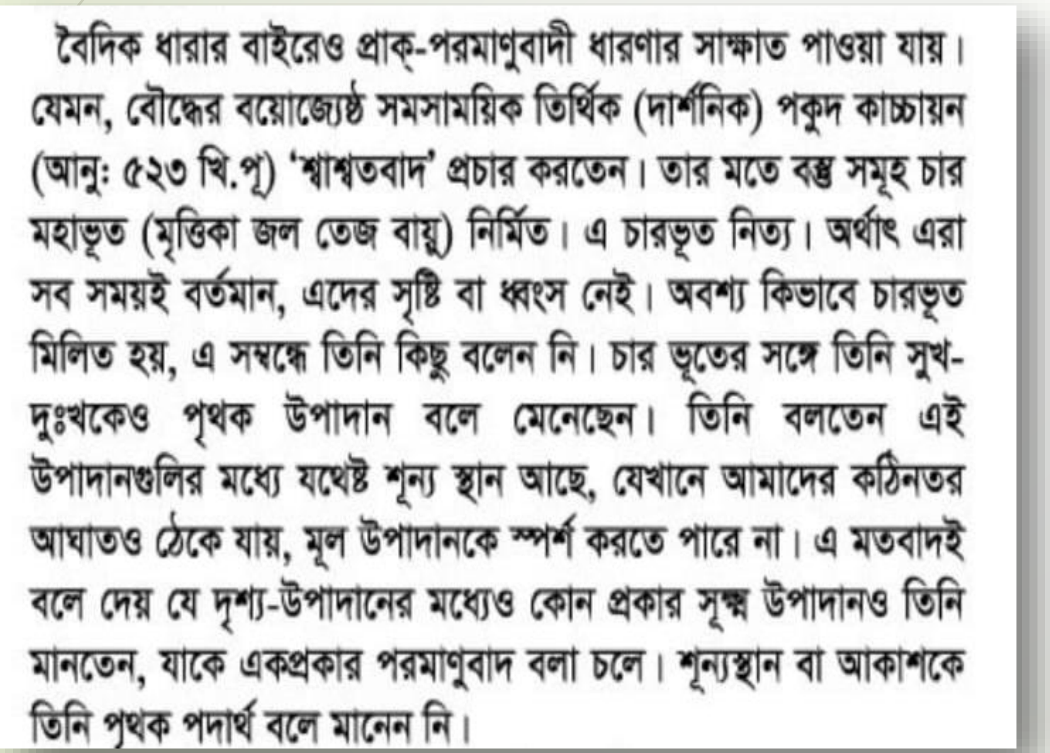

বৈদিক ধারার বাইরেও প্রাক্-পরমাণুবাদী ধারণার সাক্ষাত পাওয়া যায়। যেমন, বৌদ্ধের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক তির্থিক (দার্শনিক) পকুদ কাচ্চায়ন (আনু: ৫২৩ খি.পূ) 'শ্বাশ্বতবাদ' প্রচার করতেন। তার মতে বস্তু সমূহ চার মহাভূত (মৃত্তিকা জল তেজ বায়ু) নির্মিত। এ চারভূত নিত্য। অর্থাৎ এরা সব সময়ই বর্তমান, এদের সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই। অবশ্য কিভাবে চারভূত মিলিত হয়, এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। চার ভূতের সঙ্গে তিনি সুখ-দুঃখকেও পৃথক উপাদান বলে মেনেছেন। তিনি বলতেন এই উপাদানগুলির মধ্যে যথেষ্ট শূন্য স্থান আছে, যেখানে আমাদের কঠিনতর আঘাতও ঠেকে যায়, মূল উপাদানকে স্পর্শ করতে পারে না। এ মতবাদই বলে দেয় যে দৃশ্য-উপাদানের মধ্যেও কোন প্রকার সূক্ষ্ম উপাদানও তিনি মানতেন, যাকে একপ্রকার পরমাণুবাদ বলা চলে। শূন্যস্থান বা আকাশকে তিনি পৃথক পদার্থ বলে মানেন নি।

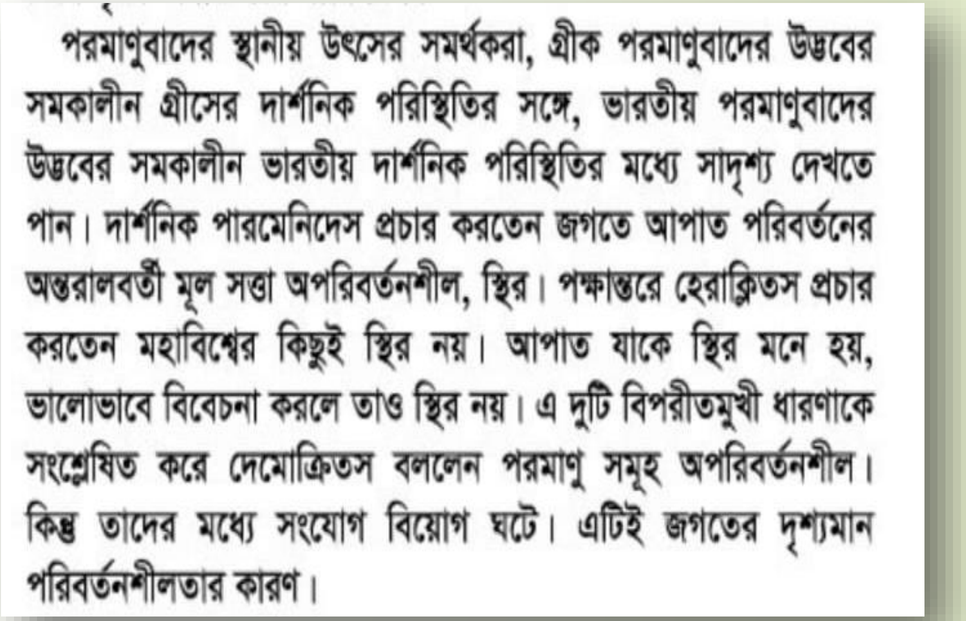

পরমাণুবাদের স্থানীয় উৎসের সমর্থকরা, গ্রীক পরমাণুবাদের উদ্ভবের সমকালীন গ্রীসের দার্শনিক পরিস্থিতির সঙ্গে, ভারতীয় পরমাণুবাদের উদ্ভবের সমকালীন ভারতীয় দার্শনিক পরিস্থিতির মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পান। দার্শনিক পারমেনিদেস প্রচার করতেন জগতে আপাত পরিবর্তনের অন্তরালবর্তী মূল সত্তা অপরিবর্তনশীল, স্থির। পক্ষান্তরে হেরাক্লিতস প্রচার করতেন মহাবিশ্বের কিছুই স্থির নয়। আপাত যাকে স্থির মনে হয়, ভালোভাবে বিবেচনা করলে তাও স্থির নয়। এ দুটি বিপরীতমুখী ধারণাকে সংশ্লেষিত করে দেমোক্রিতস বললেন পরমাণু সমূহ অপরিবর্তনশীল। কিন্তু তাদের মধ্যে সংযোগ বিয়োগ ঘটে। এটিই জগতের দৃশ্যমান পরিবর্তনশীলতার কারণ।

গ্রীক পরমাণুবাদের সঙ্গে তুলনা

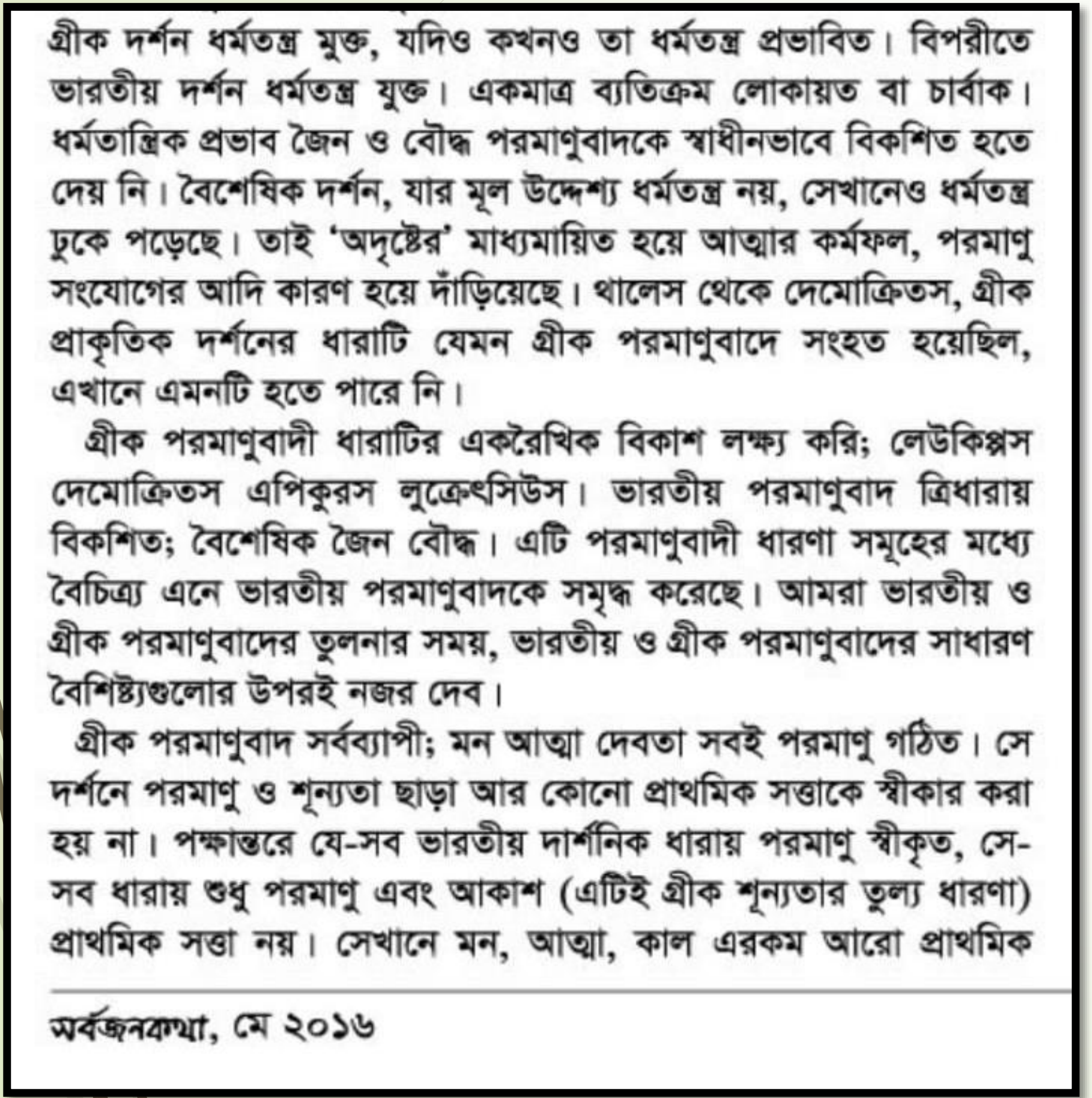

গ্রীক দর্শন ধর্মতন্ত্র মুক্ত, যদিও কখনও তা ধর্মতন্ত্র প্রভাবিত। বিপরীতে ভারতীয় দর্শন ধর্মতন্ত্র যুক্ত। একমাত্র ব্যতিক্রম লোকায়ত বা চার্বাক। ধর্মতান্ত্রিক প্রভাব জৈন ও বৌদ্ধ পরমাণুবাদকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে দেয় নি। বৈশেষিক দর্শন, যার মূল উদ্দেশ্য ধর্মতন্ত্র নয়, সেখানেও ধর্মতন্ত্র ঢুকে পড়েছে। তাই 'অদৃষ্টের' মাধ্যমায়িত হয়ে আত্মার কর্মফল, পরমাণু সংযোগের আদি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। থালেস থেকে দেমোক্রিতস, গ্রীক প্রাকৃতিক দর্শনের ধারাটি যেমন গ্রীক পরমাণুবাদে সংহত হয়েছিল, এখানে এমনটি হতে পারে নি।

গ্রীক পরমাণুবাদী ধারাটির একরৈখিক বিকাশ লক্ষ্য করি; লেউকিপ্পস দেমোক্রিতস এপিকুরস লুক্রেৎসিউস। ভারতীয় পরমাণুবাদ ত্রিধারায় বিকশিত; বৈশেষিক জৈন বৌদ্ধ। এটি পরমাণুবাদী ধারণা সমূহের মধ্যে বৈচিত্র্য এনে ভারতীয় পরমাণুবাদকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা ভারতীয় ও গ্রীক পরমাণুবাদের তুলনার সময়, ভারতীয় ও গ্রীক পরমাণুবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর উপরই নজর দেব।

গ্রীক পরমাণুবাদ সর্বব্যাপী; মন আত্মা দেবতা সবই পরমাণু গঠিত। সে দর্শনে পরমাণু ও শূন্যতা ছাড়া আর কোনো প্রাথমিক সত্তাকে স্বীকার করা হয় না। পক্ষান্তরে যে-সব ভারতীয় দার্শনিক ধারায় পরমাণু স্বীকৃত, সে-সব ধারায় শুধু পরমাণু এবং আকাশ (এটিই গ্রীক শূন্যতার তুল্য ধারণা) প্রাথমিক সত্তা নয়। সেখানে মন, আত্মা, কাল এরকম আরো প্রাথমিক

সর্বজনকথা, মে ২০১৬

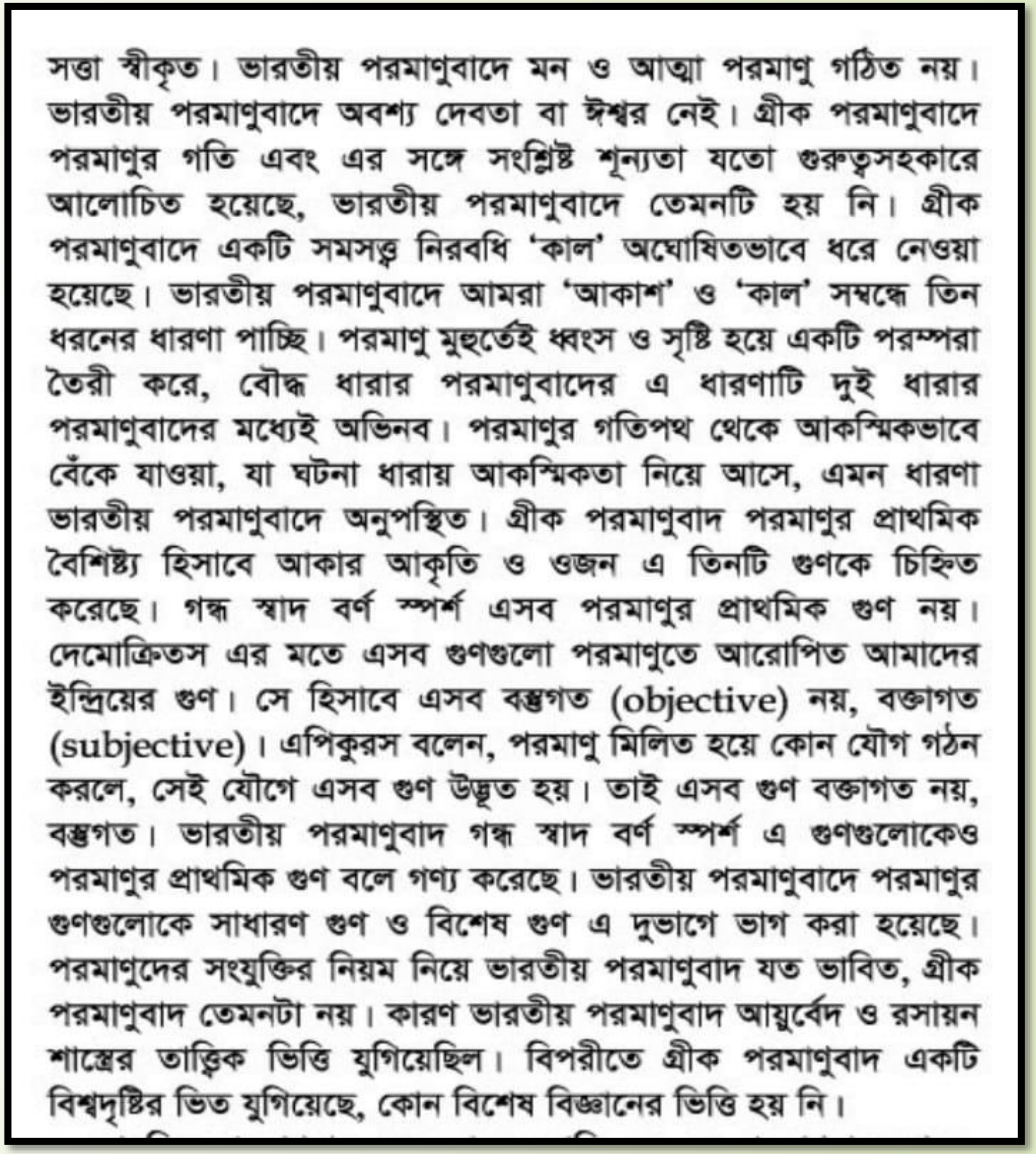

সত্তা স্বীকৃত। ভারতীয় পরমাণুবাদে মন ও আত্মা পরমাণু গঠিত নয়। ভারতীয় পরমাণুবাদে অবশ্য দেবতা বা ঈশ্বর নেই। গ্রীক পরমাণুবাদে পরমাণুর গতি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শূন্যতা যতো গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে, ভারতীয় পরমাণুবাদে তেমনটি হয় নি। গ্রীক পরমাণুবাদে একটি সমসত্ত্ব নিরবধি 'কাল' অঘোষিতভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় পরমাণুবাদে আমরা 'আকাশ' ও 'কাল' সম্বন্ধে তিন ধরনের ধারণা পাচ্ছি। পরমাণু মুহূর্তেই ধ্বংস ও সৃষ্টি হয়ে একটি পরম্পরা তৈরী করে, বৌদ্ধ ধারার পরমাণুবাদের এ ধারণাটি দুই ধারার পরমাণুবাদের মধ্যেই অভিনব। পরমাণুর গতিপথ থেকে আকস্মিকভাবে বেঁকে যাওয়া, যা ঘটনা ধারায় আকস্মিকতা নিয়ে আসে, এমন ধারণা ভারতীয় পরমাণুবাদে অনুপস্থিত। গ্রীক পরমাণুবাদ পরমাণুর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে আকার আকৃতি ও ওজন এ তিনটি গুণকে চিহ্নিত করেছে। গন্ধ স্বাদ বর্ণ স্পর্শ এসব পরমাণুর প্রাথমিক গুণ নয়। দেমোক্রিতস এর মতে এসব গুণগুলো পরমাণুতে আরোপিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের গুণ। সে হিসাবে এসব বস্তুগত (objective) নয়, বক্তাগত (subjective)। এপিকুরস বলেন, পরমাণু মিলিত হয়ে কোন যৌগ গঠন করলে, সেই যৌগে এসব গুণ উদ্ভূত হয়। তাই এসব গুণ বক্তাগত নয়, বস্তুগত। ভারতীয় পরমাণুবাদ গন্ধ স্বাদ বর্ণ স্পর্শ এ গুণগুলোকেও পরমাণুর প্রাথমিক গুণ বলে গণ্য করেছে। ভারতীয় পরমাণুবাদে পরমাণুর গুণগুলোকে সাধারণ গুণ ও বিশেষ গুণ এ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। পরমাণুদের সংযুক্তির নিয়ম নিয়ে ভারতীয় পরমাণুবাদ যত ভাবিত, গ্রীক পরমাণুবাদ তেমনটা নয়। কারণ ভারতীয় পরমাণুবাদ আয়ুর্বেদ ও রসায়ন শাস্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি যুগিয়েছিল। বিপরীতে গ্রীক পরমাণুবাদ একটি বিশ্বদৃষ্টির ভিত যুগিয়েছে, কোন বিশেষ বিজ্ঞানের ভিত্তি হয় নি।

বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চাত্য দর্শনের পরমাণুবাদের পার্থক্য :

- পাশ্চাত্য দর্শনের পরমাণুবাদ ও বৈশেষিক পরমাণুবাদের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য থাকলেও কিছুটা বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়।
- (১) বৈশেষিক পরমাণুবাদে জগৎ সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে পরমাণুবাদে সৃষ্টির মূলে কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শ নেই। জগতের প্রতি ভারতীয় দার্শনিকদের একপ্রকার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা বৈশেষিক দর্শনেও প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের পরমাণুবাদ অনুসারে অসংখ্য পরমাণু আকস্মিক যান্ত্রিক গতির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেছে।
- (২) বৈশেষিকদের মতে পরমাণু নিত্য। আকাশ, দিক, কাল, মন ও আত্মা নিত্য। এদের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। আকাশ, দিক, কাল, মন ও আত্মাকে পরমাণুতে পরিণত করা যায় না। কিন্তু পাশ্চাত্য পরমাণুবাদ অনুসারে মন ও আত্মা পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট।
- (৩) পাশ্চাত্য পরমাণুবাদ অনুসারে জগৎ সৃষ্টির পেছনে এমন কোন কর্তা নেই যার দ্বারা পরমাণুগুলি অনুশাসিত হতে পারে। কিন্তু বৈশেষিক পরমাণুবাদ বিশ্বাস করে যে, জগৎ সৃষ্টির পেছনে একজন সর্বশক্তিমান কর্তা রয়েছেনযার ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি ও বিনাশ সংঘটিত হয়।
- বৈশেষিকমতে জগৎ সৃষ্টি উদ্দেশ্যপূর্ণ। এই উদ্দেশ্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। এটি যান্ত্রিক নয়। জীব যাতে তার অদৃষ্ট বা কর্মফল অনুসারে পুণ্যের জন্য পুরস্কার এবং পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করতে পারে এবং জীবাত্মা যাতে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে পারে সে জন্যই পরমাত্মা বা ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন।বৈশেষিক সম্প্রদায় পরমাণুবাদের সাহায্যে জগতের সৃষ্টি ও লয় ব্যাখ্যা করেছেন। তাই পরমাণুবাদ বা পরমাণুতত্ত্ব বৈশেষিক দর্শনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব।

আধুনিক পরমাণুবাদ ও বৈশেষিক পরমাণুবাদ

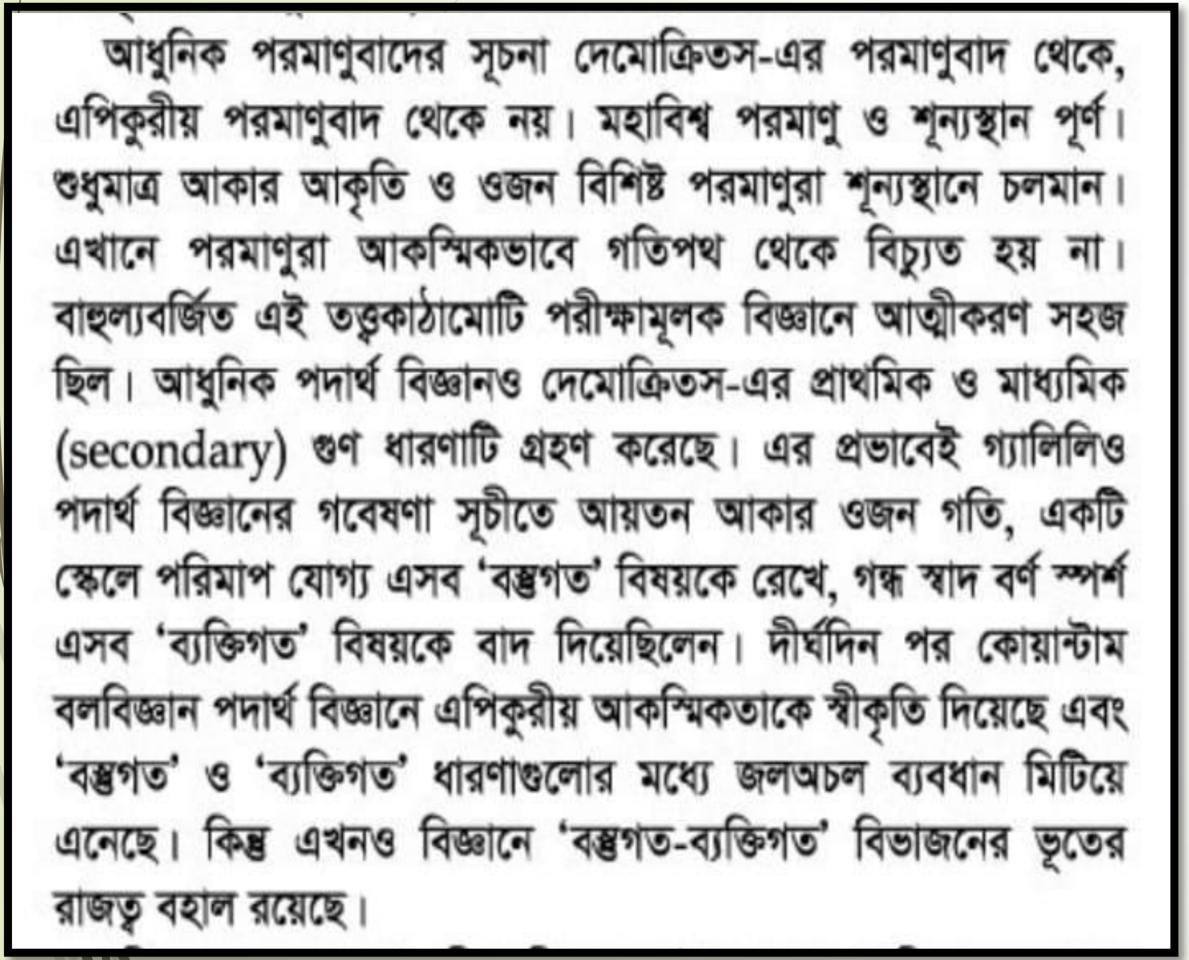

আধুনিক পরমাণুবাদের সূচনা দেমোক্রিতস-এর পরমাণুবাদ থেকে, এপিকুরীয় পরমাণুবাদ থেকে নয়। মহাবিশ্ব পরমাণু ও শূন্যস্থান পূর্ণ। শুধুমাত্র আকার আকৃতি ও ওজন বিশিষ্ট পরমাণুরা শূন্যস্থানে চলমান। এখানে পরমাণুরা আকস্মিকভাবে গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয় না। বাহুল্যবর্জিত এই তত্ত্বকাঠামোটি পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে আত্মীকরণ সহজ ছিল। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানও দেমোক্রিতস-এর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (secondary) গুণ ধারণাটি গ্রহণ করেছে। এর প্রভাবেই গ্যালিলিও পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা সূচীতে আয়তন আকার ওজন গতি, একটি স্কেলে পরিমাপ যোগ্য এসব 'বস্তুগত' বিষয়কে রেখে, গন্ধ স্বাদ বর্ণ স্পর্শ এসব 'ব্যক্তিগত' বিষয়কে বাদ দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞানে এপিকুরীয় আকস্মিকতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং 'বস্তুগত' ও 'ব্যক্তিগত' ধারণাগুলোর মধ্যে জলঅচল ব্যবধান মিটিয়ে এনেছে। কিন্তু এখনও বিজ্ঞানে 'বস্তুগত-ব্যক্তিগত' বিভাজনের ভূতের রাজত্ব বহাল রয়েছে।

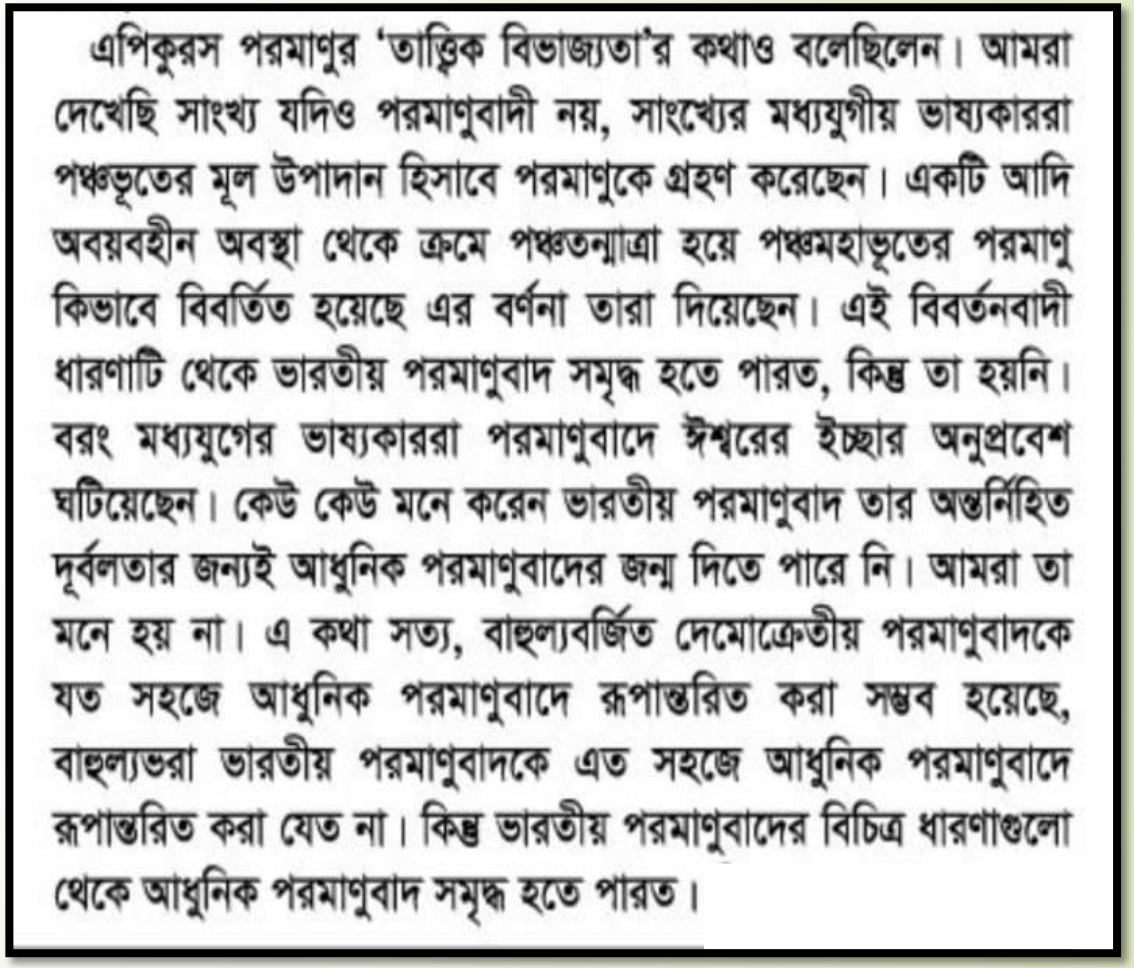

এপিকুরস পরমাণুর 'তাত্ত্বিক বিভাজ্যতা'র কথাও বলেছিলেন। আমরা দেখেছি সাংখ্য যদিও পরমাণুবাদী নয়, সাংখ্যের মধ্যযুগীয় ভাষ্যকাররা পঞ্চভূতের মূল উপাদান হিসাবে পরমাণুকে গ্রহণ করেছেন। একটি আদি অবয়বহীন অবস্থা থেকে ক্রমে পঞ্চতন্মাত্রা হয়ে পঞ্চমহাভূতের পরমাণু কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে এর বর্ণনা তারা দিয়েছেন। এই বিবর্তনবাদী ধারণাটি থেকে ভারতীয় পরমাণুবাদ সমৃদ্ধ হতে পারত, কিন্তু তা হয়নি। বরং মধ্যযুগের ভাষ্যকাররা পরমাণুবাদে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। কেউ কেউ মনে করেন ভারতীয় পরমাণুবাদ তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্যই আধুনিক পরমাণুবাদের জন্ম দিতে পারে নি। আমরা তা মনে হয় না। এ কথা সত্য, বাহুল্যবর্জিত দেমোক্রেতীয় পরমাণুবাদকে যত সহজে আধুনিক পরমাণুবাদে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে, বাহুল্যভরা ভারতীয় পরমাণুবাদকে এত সহজে আধুনিক পরমাণুবাদে রূপান্তরিত করা যেত না। কিন্তু ভারতীয় পরমাণুবাদের বিচিত্র ধারণাগুলো থেকে আধুনিক পরমাণুবাদ সমৃদ্ধ হতে পারত।

ভারতীয় দর্শনে পরমাণুবাদী কারা?

- ভারতীয় দর্শনে বৈশেষিক পরমাণুবাদ প্রাচীনতম হলেও জৈন দর্শনেও পরমাণুবাদের আলোচনা আছে। জৈন দার্শনিকরাও পরমাণু থেকে জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন। তবে বৈশেষিক পরমাণুবাদের সঙ্গে এঁদের মতবাদের পার্থক্য আছে।
- মীমাংসকগণও পরমাণুবাদী।
- কাশ্মিরী বৈভাষিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও পরমাণুবাদী। তাঁরা পরমাণুপুঞ্জবাদী।
- চার্বাকগণ স্থূল চতুর্ভূত স্বীকার করলেও চতুর্ভূতের অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য পরমাণু স্বীকার করেন না।

পরমাণু কী?

পরমাণু হলো জড়বস্তুর অবিভাজ্য ও ক্ষুদ্রতম অংশ। পরমাণু নিরংশ বা নিরবয়ব। এই নিরবয়ব পরমাণু অণুপরিমান বিশিষ্ট। অণুপরিমান বিশিষ্ট পরমাণু অতীন্দ্রিয় এবং নিত্য দ্রব্য। এ কারণে প্রত্যক্ষের দ্বারা পরমাণুকে জানা যায় না।

পরমাণুকে জানব কিভাবে ?

অনুমান করে জানতে হয়। অর্থাৎ অনুমান প্রমাণের দ্বারাই পরমাণুকে জানা যায়। অনুমান প্রমাণের সাহায্যে পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে বলা হয়, অনিত্য জড়বস্তু বিভাজ্য। এই বিভাজ্য জড়বস্তুকে যদি আমরা ভাঙতে শুরু করি তাহলে ভাঙতে ভাঙতে আমরা এমন একটা অংশে উপনীত হই যাকে আর বিভাগ করা বা ভাঙা যায় না। জড়বস্তুর এই অবিভাজ্য ও ক্ষুদ্রতম অন্তিম অংশকেই পরমাণু বলা হয়।

তাই পরমাণু অবিভাজ্য অর্থাৎ পরমাণুকে আর ভাঙা যায় না। অবিভাজ্য পরমাণুর কোন অংশ বা অবয়ব নেই বলেই তাকে আর ভাঙা যায় না। তাই পরমাণু নিরংশ বা নিরবয়ব।

পরমাণু স্বীকার করতে হয় কেন?

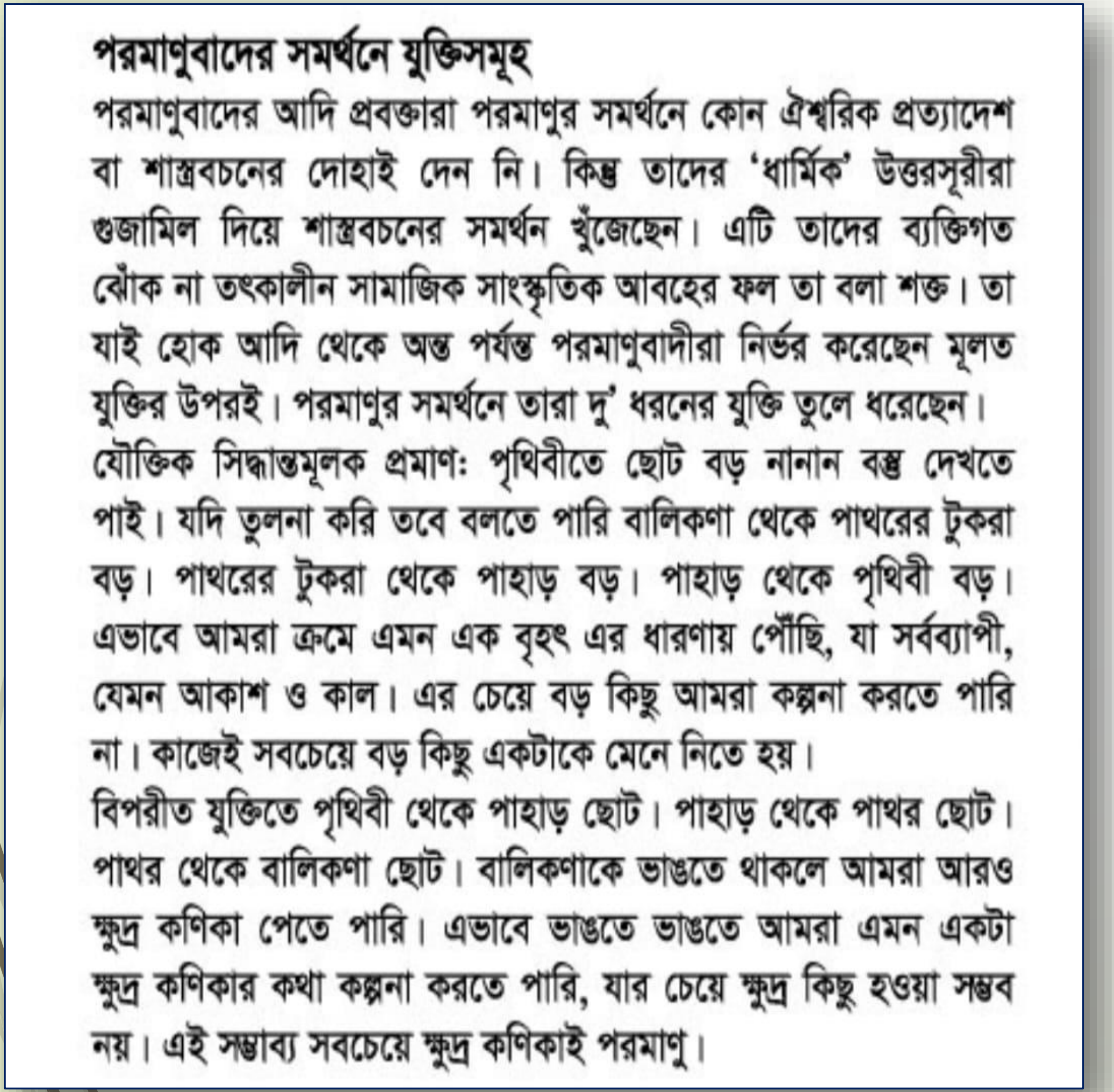

পরমাণুবাদের সমর্থনে যুক্তিসমূহ

পরমাণুবাদের আদি প্রবক্তারা পরমাণুর সমর্থনে কোন ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ বা শাস্ত্রবচনের দোহাই দেন নি। কিন্তু তাদের 'ধার্মিক' উত্তরসূরীরা গুজামিল দিয়ে শাস্ত্রবচনের সমর্থন খুঁজেছেন। এটি তাদের ব্যক্তিগত ঝোঁক না তৎকালীন সামাজিক সাংস্কৃতিক আবহের ফল তা বলা শক্ত। তা যাই হোক আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পরমাণুবাদীরা নির্ভর করেছেন মূলত যুক্তির উপরই। পরমাণুর সমর্থনে তারা দু' ধরনের যুক্তি তুলে ধরেছেন।

যৌক্তিক সিদ্ধান্তমূলক প্রমাণ: পৃথিবীতে ছোট বড় নানান বস্তু দেখতে পাই। যদি তুলনা করি তবে বলতে পারি বালিকণা থেকে পাথরের টুকরা বড়। পাথরের টুকরা থেকে পাহাড় বড়। পাহাড় থেকে পৃথিবী বড়। এভাবে আমরা ক্রমে এমন এক বৃহৎ এর ধারণায় পৌঁছি, যা সর্বব্যাপী, যেমন আকাশ ও কাল। এর চেয়ে বড় কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি না। কাজেই সবচেয়ে বড় কিছু একটাকে মেনে নিতে হয়।

বিপরীত যুক্তিতে পৃথিবী থেকে পাহাড় ছোট। পাহাড় থেকে পাথর ছোট। পাথর থেকে বালিকণা ছোট। বালিকণাকে ভাঙতে থাকলে আমরা আরও ক্ষুদ্র কণিকা পেতে পারি। এভাবে ভাঙতে ভাঙতে আমরা এমন একটা ক্ষুদ্র কণিকার কথা কল্পনা করতে পারি, যার চেয়ে ক্ষুদ্র কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এই সম্ভাব্য সবচেয়ে ক্ষুদ্র কণিকাই পরমাণু।

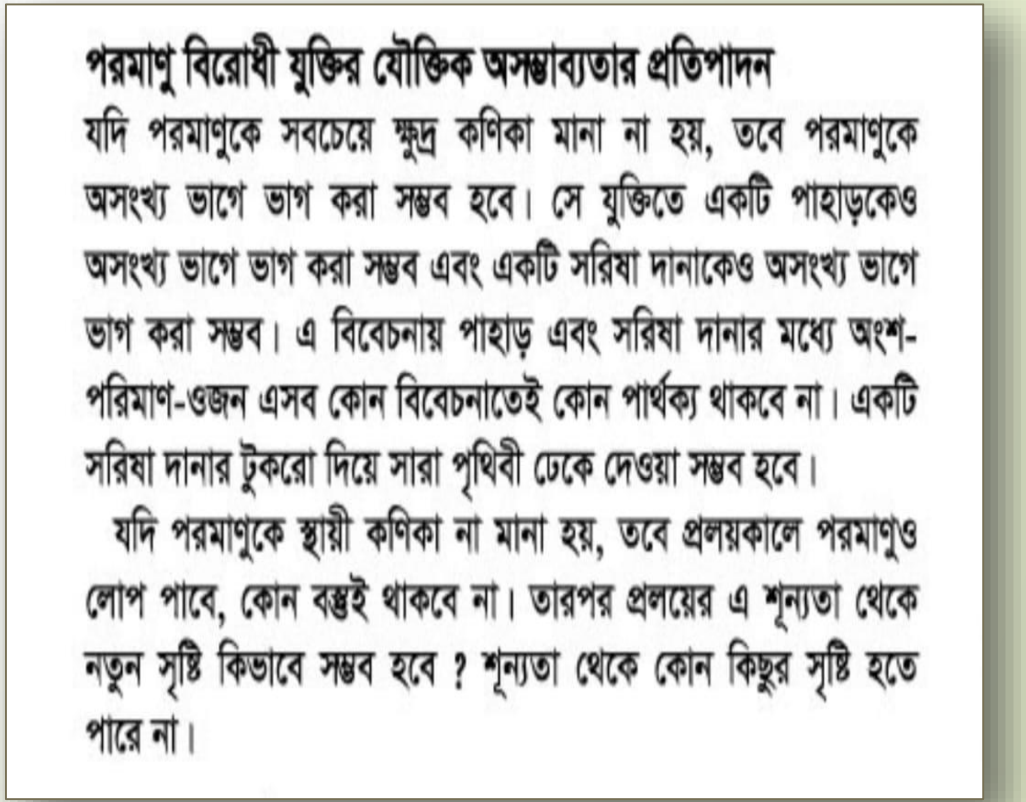

পরমাণু বিরোধী যুক্তির যৌক্তিক অসম্ভাব্যতার প্রতিপাদন

যদি পরমাণুকে সবচেয়ে ক্ষুদ্র কণিকা মানা না হয়, তবে পরমাণুকে অসংখ্য ভাগে ভাগ করা সম্ভব হবে। সে যুক্তিতে একটি পাহাড়কেও অসংখ্য ভাগে ভাগ করা সম্ভব এবং একটি সরিষা দানাকেও অসংখ্য ভাগে ভাগ করা সম্ভব। এ বিবেচনায় পাহাড় এবং সরিষা দানার মধ্যে অংশ-পরিমাণ-ওজন এসব কোন বিবেচনাতেই কোন পার্থক্য থাকবে না। একটি সরিষা দানার টুকরো দিয়ে সারা পৃথিবী ঢেকে দেওয়া সম্ভব হবে।

যদি পরমাণুকে স্থায়ী কণিকা না মানা হয়, তবে প্রলয়কালে পরমাণুও লোপ পাবে, কোন বস্তুই থাকবে না। তারপর প্রলয়ের এ শূন্যতা থেকে নতুন সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব হবে ? শূন্যতা থেকে কোন কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- পরমাণু কাকে বলে ? ২
- পরমাণুকে কিভাবে জানা যায়? ২
- ভারতীয় পরমাণুবাদী দার্শনিক কারা ? ২
- কোন কোন ভারতীয় দার্শনিকগণ পরমাণু স্বীকার করেন না ? ২
- চার্বাকগণ কয়টি ভূতদ্রব্য স্বীকার করেন ? কী কী ? ২
- পরমাণুপুঞ্জবাদ কি ? পরমাণুপুঞ্জবাদী কারা ? ৫
- পরমাণুবাদের সপক্ষে যুক্তিগুলি কী কী ? ৫
- বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও গ্রীক পরমাণুবাদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। ৫
- বৈদিক সাহিত্যে পরমাণুবাদের ধারণাটি কিরূপে বিকশিত হয়ে উঠছিলো? বর্ণনা কর। ১০
- বৈশেষিক পরমাণুবাদ ব্যাখ্যা কর। ১০

ঋণ স্বীকার

- বিরঞ্জন রায়, ভারতীয় বস্তুবাদ ও পরমাণুবাদ-৩, সর্বজনকথা, মে ২০১৬
- বৈশেষিক দর্শন, বৈশেষিক পরমণুবাদ । Blogger https//bhartiyadarsan.blogspot.com
- সুতপা বসু, ভারতীয় দর্শন, শ্রীধর প্রকাশনী ।
- অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য, ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা, সংস্কৃত বুক ডিপো।

ধন্যবাদ

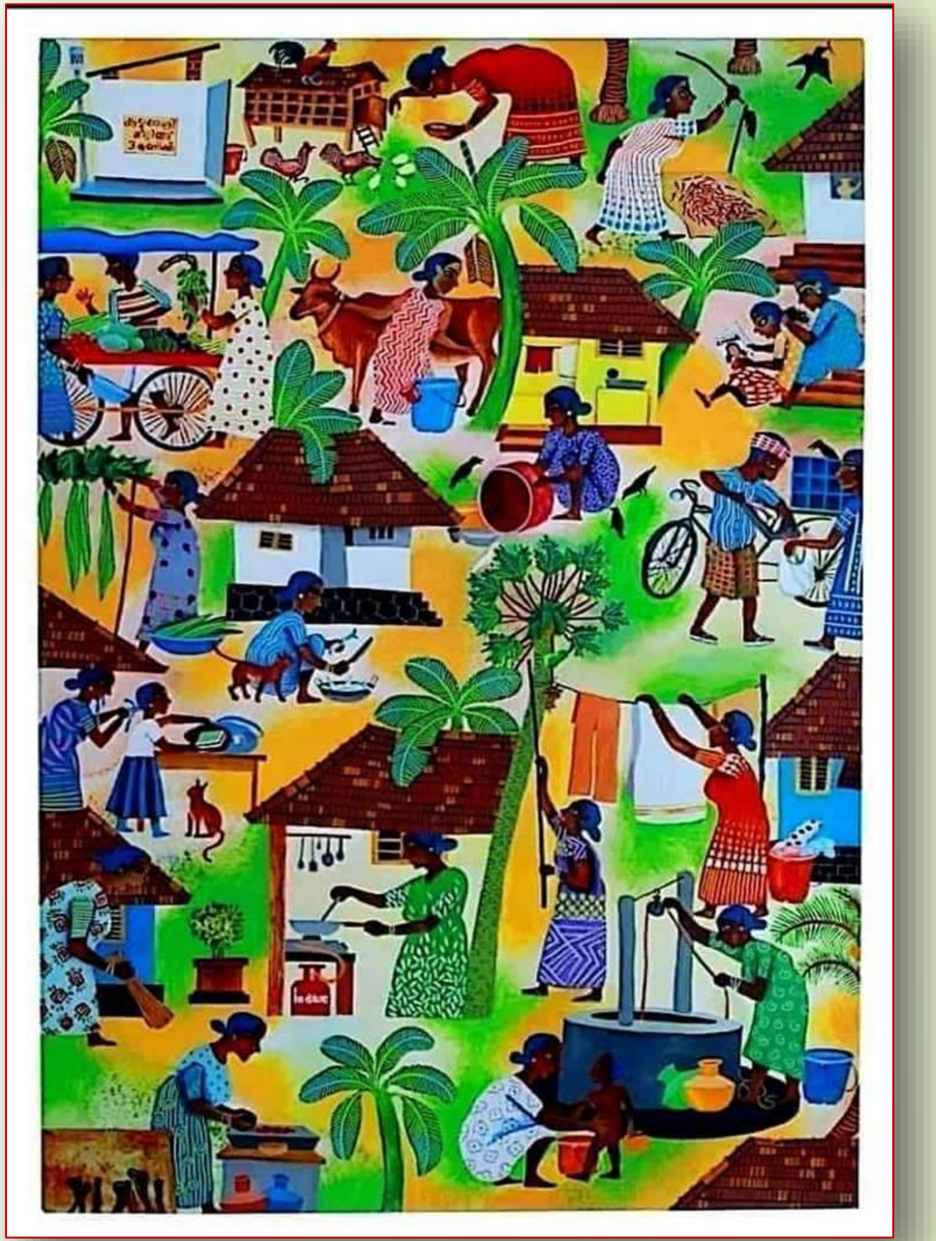দেখাও আদর্শ মহান চরিত্র॥
শিখাও করিতে ক্ষমা, করো হে ক্ষমা,
জাগায়ে রাখো মনে তব উপমা,
দেহো ধৈর্য হৃদয়ে--
সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত॥
দেখাও রজনী-দিবা বিমল বিভা,
বিতরো পুরজনে শুভ্র প্রতিভা--
নব শোভাকিরণে
করো গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র।
সবে করো প্রেমদান পূরিয়া প্রাণ--
ভুলায়ে রাখো, সখা, আত্মাভিমান।
সব বৈর হবে দূর
তোমারে বরণ করি জীবনমিত্র॥